তারিখ : 12 MAY 2005
পৃঃ ১৭ কলাম ৫

দৈনিক
ইনকিলাব

## মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার
# প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে নানাবিধ কথা অনেকবার অনেকভাবে অনেকেই বলেছেন। যুগোপযোগী ধ্যান-ধারণা বহির্ভূত এ শিক্ষার মূলোৎপাটনের পরামর্শ দিয়েছেন কেউ কেউ। কোন কোন মহল এটাকে বাংলাদেশে তালেবান বানানোর কারখানা হিসেবে দেখেছেন। কে কি ভাবছেন বা বলছেন সেটা বড় কথা নয়, বাস্তবে তাকাতে হবে। মূলত মাদরাসা শিক্ষার আসলেই সংস্কার প্রয়োজন। প্রয়োজন ব্যাপকভাবেই। নইলে দন্দ্ব-কলহপূর্ণ সংকীর্ণমনা একদল অকর্মন্য ব্যতীত মাদরাসা থেকে বেশী কিছু আশাও করা যাবে না।

মাদরাসা বলতে এখানে শুধুমাত্র আলীয়া সিস্টেমকেই বুঝতে হবে। কওমী ও হাফেজী, নূরানী বা অন্যগুলোর আলোচনা অন্যত্র হবে। আলীয়া মাদরাসার বর্তমান সিলেবাস ও শ্রেণীবিন্যাস আসলেই অবৈজ্ঞানিক। ছাত্রদের মনে ভীতির উদ্রেককারী এসব পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচী পাল্টাতে হবে। আধুনিক স্টাইলের প্রচুর তথ্যসম্বলিত সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে। নতুবা দিনে দিনে এ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জনসাধারণের আস্থা কমতেই থাকবে। দেশ ও জাতির কল্যাণে আসতে পারবেন না এ শিক্ষার শিক্ষিতরা।

মাদরাসা শিক্ষার সমস্যাগুলো মোটামুটি এরূপ ঃ

**স্তরবিন্যাস ঃ** বর্তমানে মাদরাসার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চস্তর রয়েছে। এ চারটি স্তর হুবহু সাধারণ শিক্ষার ন্যায়। কিন্তু গতানুগতিক এ স্তর বিন্যাসে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরের কথাই ধরুন, সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সুযোগ-সুবিধা মোটেই দিচ্ছে না এই স্তরে। শিক্ষক নেই, বেতন নেই, ভবন নেই- শুধু ফ্রি বই দিয়েই ক্ষান্ত। ছাত্র আসবে কোত্থেকে? ফলে এখানেই মার খাচ্ছে মাদরাসা শিক্ষা।

**মাধ্যমিক স্তর ঃ** পাঁচটি শ্রেণী না রেখে ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮মকে এক স্তর করা উচিত। এ স্তরে স্বাভাবিক সবকিছুই থাকবে। নাম হবে নিম্নমাধ্যমিক স্তর। অপরদিকে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীকে মাধ্যমিক স্তর করে ৯ম-এ দুই বছর করে বিন্যাস করা যেতে পারে। তাহলে এ স্তরে বছর হবে ৩টি। এ তিন বছরই একটি ছাত্র তার ভবিষ্যৎ উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করবে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর হওয়া উচিত চার বছরের। এ স্তরে প্রতি বছর একটি পরীক্ষা হবে। চার বছরের চারটি পরীক্ষা শেষে মোট মার্কের ওপর ভিত্তি করে পাস ফেল নির্ণিত হবে।

উচ্চ শিক্ষার স্তরে হবে পাঁচ বছর। এ পাঁচ বছরের পাঁচটি পরীক্ষার সমন্বিত ফলাফলের ভিত্তিতে তাকে পাসের সার্টিফিকেট দেয়া হবে। স্তর বিন্যাস মোটামুটি এভাবে হতে পারে।

**পাঠ্যসূচী বিন্যাস ঃ** বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যসূচীতে একটি মাদরাসার ছাত্র হতাশ হতে বাধ্য। অবৈজ্ঞানিক উপায়ে তাকে একই সাথে নানাবিধ বিদ্যায় পণ্ডিত বানানোর প্রচেষ্টার কারণেই এরূপটি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সিলেবাস বিন্যাস হতে পারে এরূপ

**প্রাথমিক স্তর ঃ** এস্তরে সার্বিক বিবেচনায় নূরানী শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাসই গ্রহণযোগ্য। তবে সিলেবাসের সংশোধনে মুখস্থ কিছু পদার্থ শিখানো যেতে পারে।

**নিম্নমাধ্যমিক স্তর ঃ** এ স্তরে বাংলা, ইংরেজী ও আরবীকে সমান মান বন্টনের ভিত্তিতে একই ধারায় সিলেবাস করা যেতে পারে। অংক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাসের প্রতিটিতে ১০০ নম্বর রাখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনটি ভাষায় ২০০ করে নম্বর থাকে।

**মাধ্যমিক স্তর ঃ** এ স্তরে তিন বছরে একটি ছাত্র তার শিক্ষার মোটিভ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং এ স্তরেই সে সিদ্ধান্ত নেবে পরবর্তী শিক্ষার। সে কি উচ্চ শিক্ষার মাদরাসায় থাকবে, নাকি কলেজ-ভার্সিটিতে যাবে?

এ স্তরে থাকবে সাইন্স ও আর্টস বিভাগ। সাইন্স বিভাগের ছাত্ররা যাবে কলেজে এবং আর্টসের ছাত্ররা যাবে মাদরাসায়। সিলেবাস হতে পারে সায়েন্সের জন্য আরবী (শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীস) ২০০ মার্কস, সাইন্স ৫০০ মার্কস, ইংলিশ ২০০ মার্কস ও বাংলা ১০০ মার্কস।

আর্টসের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজী ২০০ মার্কস করে মোট ৪০০ মার্কস। বাকী সব আরবী। অংক রাখা অনর্থক।

**উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ঃ** এ স্তরে থাকবে ২টি বিভাগ। অ্যারাবিক বিভাগ ও জেনারেল বিভাগ। এ্যারাবিক বিভাগে বাংলা, ইংরেজী ১০০ করে মোট ২০০ মার্কস। বাকী ৮০০ নম্বরের আরবী। এ বিভাগের ছাত্ররাই উচ্চ শিক্ষা নিবে মাদরাসায়। জেনারেল বিভাগের ছাত্ররা বিসিএস করার সুযোগ পেতে পারে সে ব্যবস্থা সিলেবাসে থাকবে। এ বিভাগে কুরআন, হাদীস ও ফিকহের ওপর ৩০ মার্কস থাকবে। বাকী সব হবে বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত।

**উচ্চস্তর ঃ** বিষয়ভিত্তিক ইসলামিক স্কলার গড়ার লক্ষ্যে এ স্তরে থাকবে ৫টি বিভাগ। (১) হাদীস ও ইতিহাস, (২) তাফসীর, (৩) ফিকহ ও আধুনিক মতবাদ, (৪) তাজবীদ, (৫) আরবী সাহিত্য।

মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার অত্যন্ত জরুরী। তাই বলে এ শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। যাদের ধারণা এ শিক্ষা একদল বেকার ও অর্ধশিক্ষিত উপহার দেয়- তারা ভুলের ওপর আছেন। সাধারণ শিক্ষার একজন ছাত্রও তো নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানই রাখে। অন্য কোন বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য আশা করা যেন বোকামী- তদ্রূপ মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক পাণ্ডিত্য (আরবী ছাড়া) বোকামী। তাদের সুযোগ না দিয়ে বঞ্চিত রেখে শুধুমাত্র দোষ দিয়ে লাভ নেই। বরং সুযোগ-সুবিধা পেলে সর্বত্র মাদরাসার ছাত্ররাই ভাল করে- এ কথা প্রমাণিত। যে কেউ ইচ্ছা ব্যাপক বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান চালালে এ বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

❑ ইবনে আবদুর রহমান
আলতা, বানারীপাড়া, বরিশাল